তারিখ ... 23 NOV 200...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬.....
৫০

যায়যায়দিন

ফজলে লোহানী

উচ্চ শিক্ষা : অর্ধেক পোশাকি আর অর্ধেক জল্পনা

ক্ষ জনসম্পদ গড়ে তুলতে উচ্চ শিক্ষার বিকল্প নেই। কিন্তু বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার চালচিত্র ম্যাটেই আশাব্যঞ্জক নয়। নানাদিক থকেই পিছিয়ে পড়েছি আমরা। শ্চিমি দেশগুলো তো বটেই পার্শ্ববর্তী নেক দেশের তুলনায়ও এদেশে উচ্চ শক্ষার হার কম। এটা এদেশের উনিভার্সিটিগুলোতে বিরাজমান শিক্ষা ঙ্কটেরই প্রতিচ্ছবি।

কবল হারেই নয়, মানের ক্ষেত্রেও নেকটাই পশ্চাৎপদ আমরা। পৃথিবীর সরা এক হাজার ইউনিভার্সিটির ালিকায় নেই আমাদের কোনো উনিভার্সিটির নাম। প্রথমে পাবলিক উনিভার্সিটির কথায় আসা যাক। গুলো পরিচালিত হয় ইউজিসি প্রণীত পরেখা অনুযায়ী। রাষ্ট্রের ব্যয়ে উচ্চ শক্ষার কথা বলা হলেও দিন দিন বড়েই চলেছে বিভিন্ন খাতে ফি াদায়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে উচ্চ শক্ষা পাওয়া হয়ে পড়েছে দুরূহ। মশ কমে যাচ্ছে শিক্ষা ও গবেষণা াতে বরাদ্দের পরিমাণ। ক্রমবর্ধমান সশনজট ছাত্রজীবনকে করছে লম্বিত ও বিড়ম্বিত। অনেক সময় সিএস-এ অংশগ্রহণ করার বয়স পরিয়ে যাচ্ছে পাসের আগেই।

সশনজটের পেছনে ছাত্র রাজনীতিকে ায়ী করা হলেও মূল দায় শিক্ষক াজনীতির। যে ইউনিভার্সিটি শক্ষকরা একটি জাতির চিন্তা ও ননের প্রতীক, তারাই লিপ্ত হয়ে ড়েছেন দলীয় রাজনীতির স্বার্থ ঘেষা ংকীর্ণ সীমানায়। এ পর্যন্ত যতোবার উনিভার্সিটিগুলোতে অচলাবস্থা সৃষ্টি য়েছে তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই াড়ালে কলকাঠি নেড়েছে শিক্ষকদের াজনৈতিক বিভক্তি। ব্যবসায় শাসনে ভর্তির তোড়জোড় দেখলে নে হয় এ জাতি একদিন আদ্যোপান্ত ণিকে পরিণত হবে। অভিন্ন গ্রেডিং দ্ধতি চালু হলে আরো একধাপ পছিয়ে পড়বে উচ্চ শিক্ষার মান। লা, সাহিত্য, মানবিক ও সমাজ বজ্ঞানের বিষয়গুলো মার খেয়ে যাবে াণিজ্য ও ফলিত বিজ্ঞানের বষয়গুলোর কাছে। এ বৈষম্য বসানের কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় া।

জাতীয় শিক্ষানীতির বিভিন্ন রিপোর্ট

বিগত জোট সরকারের আমলে বিভিন্ন জেলায় ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার খবরে সবাই আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু এগুলো নির্মিত হয়েছে দাতাগোষ্ঠীদের আধুনিক পাবলিক ইউনিভার্সিটির আদলে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজ, ভেটেরিনারি কলেজকে ইউনিভার্সিটি ঘোষণা করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নতুন ইউনিভার্সিটিতে নেই পর্যাপ্ত

> “সেশনজটের পেছনে ছাত্র রাজনীতিকে দায়ী করা হলেও মূল দায় শিক্ষক রাজনীতির। যে ইউনিভার্সিটি শিক্ষকরা একটি জাতির চিন্তা ও মননের প্রতীক, তারাই লিপ্ত হয়ে পড়েছেন দলীয় রাজনীতির স্বার্থ ঘেষা সংকীর্ণ সীমানায়। এ পর্যন্ত যতোবার ইউনিভার্সিটিগুলোতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আড়ালে কলকাঠি নেড়েছে শিক্ষকদের রাজনৈতিক বিভক্তি”

অবকাঠামো, মানসম্পন্ন শিক্ষক, প্রয়োজনীয় লোকবল ও শিক্ষা উপকরণ। পাবলিক ইউনিভার্সিটি বলা হলেও এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে আদায় করা হচ্ছে উচ্চ বেতন ও ফি।

শিক্ষাঙ্গনে দখলদারিত্বের রাজনীতি মুক্তবুদ্ধির চর্চাকে ব্যাহত করেছে সর্বাংশে। ক্ষমতাসীন দলগুলোর অধিকার আদায়ের চেয়ে মুরব্বি সংগঠনের লেজুড়বৃত্তিতেই বেশি ব্যস্ত। ১৯৭৩ সালের ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট-এর দুর্বলতার সুযোগে অনেক শিক্ষক বছরের পর বছর শিক্ষা ছুটিতে বিদেশে অবস্থান করেন, কেউ কেউ বিনা কারণে দীর্ঘদিন ধরে ক্লাসে অনুপস্থিত থাকছেন। শিক্ষকদের স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হয়েছে, অথচ এই শিক্ষকরাই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে ক্লাস নিচ্ছেন নিয়মিত।

১৯৯২ সালের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আইনের আওতায় এদেশে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা শিক্ষা সংকোচন নীতি অনুসরণ করছে, ব্যবসায় প্রশাসন, কমপিউটার, ইংরেজি ইত্যাদি বাজারমুখী বিষয় ছাড়া অন্য কোনো মৌলিক বিষয় পাঠদানে আগ্রহী নয় তারা। এসব ইউনিভার্সিটিতে কয়েকটি বিষয় পড়ানোর অনুমতি থাকলেও অনুমোদনহীনভাবেও পড়ানো হয় কোনো কোনো বিষয়। এসব ইউনিভার্সিটির নেই নিজস্ব ভবন, তাই ভাড়া করা বিল্ডিংয়ে চলছে সব অ্যাকাডেমিক কাজ। এসব প্রতিষ্ঠানের নেই নিজস্ব শিক্ষক, তাই ভাড়া করা শিক্ষক দিয়ে কোচিং সেন্টারের মতো শিক্ষা দেয়া হয়। কোনো কারণ ছাড়াই দিন দিন ফি বাড়ানো হয়।

এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে মেধা নয় অর্থই প্রধান মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। উচ্চ শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কিন্তু এদের বর্তমান কাঠামো একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের যা শিক্ষাকে কেবল বাণিজ্য পণ্য হিসেবেই বিবেচনা করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার হাল আরো মারাত্মক। এসব কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক থাকাতে শিক্ষক সঙ্কট তীব্রতর হয়েছে।

শিক্ষার মান নির্ধারণ এবং উচ্চ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি একটি উন্নত জাতি হিসেবে দাড়ানোর পূর্বশর্ত। পোশাকি শিক্ষার জল্পনায় বুদ হয়ে থাকার সময় শেষ এখন অস্তিত্বের প্রয়োজনেই আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে চাই অর্থবহ পরিবর্তন, এ দাবি সময়ের।